ঘোর

-কাজী সাইফুল ইসলাম

অন্ধ মানুষের সবচে' বড় সুবিধা হচ্ছে-, তারা বাতাসের গন্ধ সুকে নিয়েই বুঝতে পারে সব কিছু। বাতাসের গায়ে লেপটে থাকে শব্দ আর গন্ধ। এই দুই জিনিসই হচ্ছে পৃথিবীর সব কিছুর গোড়া। চোখের দেখাও ভুল হতে যায় কখনও কখনও। কিন্তু গন্ধ আর শব্দের প্রকার চিনে নিতে পারলে, তা আর ভুল হয় না। যদি ভুলই হবে-, তাহলে আপরাধীদের খুঁজতে বিদেশি কুকুরকে টেনিং দেয়া হবে কেন।

নদীর ভাঙনে বসে থেকে দিন রাত আলুথালু সব ভেবেভেবে নিজের মধ্যে একটা মহাজগৎ গড়ে নিয়েছে মহর আলী। অন্ধ মানুষের কাছে তো আর রাত দিনের কোন পার্থক্য থাকার কথা নয়। কিন্ মহর আলীর কাছে সেই পার্থক্যটাই প্রকট হয়ে ধরা দেয়। বাতাসের গন্ধর সুকে ঋতু চক্রের খেলাও বুঝে নিতে পারে সে।

সর্যের তাপে পোড়া বাতাসের গন্ধে হঠাৎ করেই চমমনে হয়ে ওঠে মহর আলীর মন। আবার কোন কোন দিন ভেজা বাতাসের হা-হুতাস টের পেয়ে ভয়ে গুবগুব করে উঠে তার বুক। এই বুঝি লন্ডভন্ড হয়ে যাবে সব। নদীর পানি ঠেলেঢুলে হাত-হাত উপড়ে উঠে এসে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে গরু-ছাগল-মাঠের ধান- কুড়ে ঘর- শস্য ভুর।

গভীর রাতে নদীর ভাঙনে বসে নিবিড় ভাবে কান পেতে থাকে মহর আলী। নদীর তলা থেকে উঠে আসা বুদ্বুদের শব্দ শুনে সে বুঝতে পারে পানির গভীরতা। নদীর পানি ফোলা স্রোত চলার শব্দে সে বুঝে নেয়-, জোয়ার না কি ভাটার টান লেগেছে নদীতে। কোন পানিতে কোন মাছ ঘুরে বেড়ায়-, বড় ছোট মাছের গুলতানি সে বুঝতে পারে শব্দ শুনেই। এই সব কিছুই মহর আলী বুঝে নিয়েছে, বছরের পর বছর অনুশীলন করে। চোখ অন্ধ হয়ে যাবার পর হাতে আর তেমন কোন কাজ থাকে না। বসে বসে শুধু শুনতে হতো-, পাতা ঝরে পড়ার শব্দটাও। আজ ক'টা পাতা ঝরেছে- ঘরের কাছের বুড়ো আমগাছটা থেকে। নিবিড় রাতে পাতা ঝরার শব্দ শুনতে খুবই ভাল লাগতো তার। পড়ে নেশা হয়ে উঠেছিল। রাত জেগে জেগে শুধুই পাতা ঝরার শব্দ শোনা। আর তা গুনে রাখা। বছর শেষে মহর আলী আবিস্কার করেছিল ঊনিস হাজার সাতশোত তের-টি পাতা ঝড়েছে গাছ থেকে! তাহলে তো সেই পরিমান নতুন পাতাও গজিয়েছে!

কৌতুহল সামলাতে না পেরে একদিন সকালে উঠে তার ছেলে নজু মিয়াকে ডেকে বলল, বাপ ধন- দ্যাখ তো গাছে কতোগুলা নতুন পাতা গজাইছে।

ছেলে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে এক দৌঁড়ে মা'র কাছে গিয়ে বলেছিল, মা- আব্বা কি সত্যি সত্যিই পাগল হইয়া গ্যালো!

মহর আলী তো আর জন্মান্ধ ছিল না। যৌবনে শিয়াল শিকার করতে গিয়েই তো চোখ দু'টো খেয়েছে। শিয়াল মারা ছিল তার ভয়ঙ্কার রকম নেশা। শিয়ালের মাংস খাওয়াও তো চলে না, আবার চামরা বেচাবিক্রিরও তো কোন রকম উপায় থাকে না। তবুও সন্ধ্যার পর পরই যখন উঁচু ঢিবির জঙ্গলে শিয়ালে হুক্কা হু হুক্কা হ হুক্কা ডাক শুনতে পেতো, তখন আর ঘরে বসে থাকতে পারতো না মহর আলী। আলতোলা লোহার শক্ত জুতি নিয়ে বেরিয়ে পড়তো। শিয়ালের পিছু নিয়ে ঝোপঝার দৌঁড়ে শরীর যখন ঘামে জবজবে- দমেও হাঁপ ধরা ভাব আসে, তখনই যেন তার শান্তি।

কোন কোন দিন শিয়ালের রক্ত চিত করে ছিটে এসে জড়িয়ে যেতো হাতে মুখে। তার পর খুন হওয়া শিয়ালটাকে রাতের অন্ধকারে একাই টেনেটুনে নিয়ে ফ্যালতো নদীর পানিতে। তার পর নিজেই নদীতে নেমে হাপুশহুপুশ ডুব আর ডুব। শীত গ্রীষ্ম আর বর্ষায় এই একই রিতি ছিল তার।

মহর আলীর এই উগ্রনেশা দেখে দিনের পর দিন কাপালে ভাজ ফেলে বসে থাকতো মতি মিয়া। ছেলেরে তো বড় খারাপ নেশায় পাইছে। কবে জানি নিজেই খুন হয়। রাতে ঘুম হতো না মতি মিয়ার। একদিন ছেলেকে ডেকে মতি মিয়া বলে, বাপধন। শেয়ালারা তো বোবা, নির্দোশ। ওগো জীবন নিতাছো ক্যান? মহা অন্যায় করতেছো। নিজের বিপদ নিজেই টাইনা আনতাছো ক্যান!

তখন বাবার কথায় কোন রকম ভ্রুক্ষেপই ছিল না মহর আলীর। শিয়ালের ডাক শুনলেই রক্তের মধ্যে একটা অজানা চাড় শুরু হতো-, অন্ত একটি শিয়ালকে খুন না করা পর্যন্ কোন রকম স্বস্তি ছিল না তার।

www.banglainternet.com

মহর আলীর এই কান্ডকারখানা দেখে বিশাল ভাবনার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল মহর আলী মা মরিয়ম। অনেক ভাবনা চিন্া করে ছেলেকে সে বিয়ে দিলো। রক্তে ভাটা পড়লে শরীরে এই রাগ আর থাকবে না। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না মহর আলীর।

অন্ধ হয়ে নদীর ভাঙনে বসে বসে দৃষ্টিশক্তির ব্যখ্যাটা খুবই মন দিয়েই ভাবে মহর আলী। চোখ দিয়ে দেখা আর মন দিয়ে দেখার মধ্যে তো বিস্র ব্যবধান। সেই কবেকার সে চোখের দেখা সব কিছুই এখনও জমেজমে ভিড়ভাট করে থাকে মনে। মানুষ তার নাম নিয়েছে স্মৃতি! স্মৃতিগুলা একেবারেই নতন। ঝকঝকও করে। তয়, মন দিয়ে দেখার মতো অতোটা ধারলো না। অন্ধ হয়ে যাবার পর যা কিছু মন দিয়ে দেখেছে- তার সবই ঝকঝকের চে' বেশি কিছু। জ্বলজ্বলে।

সে' দিনের কথা এখনও পষ্ট মনে আছে মহর আলীর। বর্ষাকাল। সারা দিন ধরেই ছিল পিটপিট বৃষ্টি। নদীতে উতালা ঢেউ। পানির ঢেপার গুরগুর শব্দ করে ভেঙে পড়ছিল নদীর পার। উল্টাপাল্টা বাতাসে নারিকেল গাছের পাতায় শিস বাজানো শব্দ। লম্বা চওড়া শিমুল গাছেটার মাথায় সন্ধ্যা থেকতেই মহর আলী বুঝতে পারে আজ অমাবস্যার রাত। আর রাত নামার আভাস পেয়েই শিয়ালগুলো দল বেঁধে শুরু করেছিল হুক্কা হুয়া হু হুক্কা হু হু হু হু হু হুহ-

শিয়ালের ডাক শুনেই হেঁশেল থেকে দৌঁড়ে ঘরে আসে মরিয়ম। মহর আলীর বৌ মজিদাকে বলে, ও বৌ। তুই একটু চুলার ধারে বয় দেহি। মহররের লগে আমার কতা আছে-

মহর আলীর পাশে বসে নানা রকম এলোমেলো গল্প ফেঁদে বসে মরিয়ম। ছেলেকে সে আজ কিছুতেই শিয়াল মারতে যেতে দিবে না। কথায় কথায় শিয়ালের ডাক ভুলিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু কিছুতেই যেন শিয়ালের কথা ভোলে না মহর আলী। মায়ের কথা তার কান পর্যন্ পৌঁছতে পারে না। শুধু শিয়ালের ডাকই কানের দুয়ারের সাথে ধাক্কা খেতে থাকে অবিরাম।

শিয়ালগুলোও এক সাথে ডাকতে থাকে অশুভ বজ্রের মতো। শেষ বার যখন এক সাথে ডেকে উঠেছিল-, ওমিন হাতে জুতি নিয়ে এক লাভে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে মহর আলী। পিছন থেকে মরিয়ম ডাকে-, ও বাপ- মহর ও-ও বাপ আইজ যাইস না রে বাপ। আমাবৈস্সা লাগছে রে বাপ-

কারো কথাতেই ফেরে না মহর আলী। সেদিন যেন কালোকালো অন্ধকার চাক বেঁধে নেমেছিল আকাশ থেকে। দু'চোখে কিছুই দ্যাখতে পায় নিই মহর আলী। ধুম করে পড়ে গিয়ছিল জঙ্গলের মধ্যেই একটি খানাখন্দে। চারপায়া যন্তুগুলো যখন তার চোখ আর গালের নরম মাংস ছিড়ে নিচ্ছিল-, ঠিক তখনই এক ঝটকায় কোন রকমে এসে আছরে পড়তে পেরেছিল উঠনে। আর শুধু মাত্র একটি শব্দই করেছিল মহল আলী- মা গো তুমি কই।

অনেক চেষ্টা তদবিরের পর প্রাণে বেঁচে উঠলো মহর আলী। কিন্তু চোখ দু'টি আর কাজে লাগানো গেলো না। প্রথম প্রথম চোখ দু'টি হারাবার জন্য খুবই আক্ষেপ হতো তার। কিন্তু এখন আর কোন আক্ষেপ হয় না। বরং বুকের ভেতটায় অদ্ভুত একটি শান্তির বাতাস বয়ে যায়। মনে হয়, জন্মান্ধ হলেই যেন ভাল ছিল।

চোখ হরাবার কথা উঠলেই বলে, চোখ থাকতে কি আর জগৎ সংসারের বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পেরেছি রে-, ধীর কারে-কয় বুঝি নাই। বাতাসের কতা- গাছের কান্দন, আর পাখিগুলাও কী কম কিছু কইতে থাকে সারাদিন। মনের মধ্যেই তো মন পলাইয়া থাকে। তারেই তো কয় চিত্ত। সেই চিত্ত কতো শান্ হইছে এহন।

আজ ভর দুপুরে নদীর ভাঙনে একাই বসে আছে মহর আলী। থকথক করে কেশে উঠে হঠাৎ হাক ছাড়ে, বাপধন- ও নজু বপধন-, কই যাও বাপ।

বাবার এই অদ্ভুত ব্যাপারসেপার দেখে একেবারে থ' মেরে যায় নজু। ঝুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ে গাছের আড়ালে। ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস নিতে থাকে। য্যান নিঃশ্বাসের শব্দটাও না দেখতে পায় বাপজান! ভয়ে এবেবারে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অদ্ভুত ঋতিতে চোখ ঘুরিয়েফিরিয়ে এদিকওদিক তাকিয়ে ভাবে, অন্ধ লোকটা কি করে সব বুঝতে পারে। কে আসে- কে যায়! বাতাস কি তারে নাম ধরেধরে কয়ে দেয়। নইলে কেমনে বোঝে!

মহর আলী আবার ডাকে-, ও নজু বাপ কতা কও না ক্যান? বাবার কথার কোন উত্তর দেয় না নজু মিয়া। এক দৌঁড়ে গিয়ে ঝপাং করে লাফিয়ে পড়ে নদীতে। এখন জোয়ারের সময়। গর্তে হাত দিলেই কতো রকম মাছ।

নজুর লাফিয়ে পড়ার শব্দে কাপাল কুচকে যায় মহর আলীর। কালোকপালটা কুচকুচে কালো রঙ ধরে। রক্তের দৌঁড়। সেওতো করো কথা শোনে নাই। নদীর একেবারে তলায় গিয়ে ঘোলা পানিতের প্রাণীর শিকার করার সখ হইছে নজু মিয়ার। কোন দিন হয়তো ঘোলাপানিতেই ওর সর্বনাস হইবো। এই নদীতেই তো জোয়াড়ের সময় কুমির আহে।

www.banglainternet.com

নদীর ভাঙন থেকে উঠে দাঁড়ায় মহর আলী। শব্দ করে ফুসফুস ভরে বাতাস টানে। চোখের পানিতে ভেসে যেতে থাকে গাল দু'টো। এখনিই ঝড় নামবে। মহাঝড়! ছেলেটা নদীতে! ধীরে বাড়ির দিকে পা' চালায় মহর আলী। আর বার বার মনে আসে, জোয়ারের সময় কুমির এসে ভিড় বাধে নদীতে।

www.banglainternet.com